শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প

শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প

আনোয়ারা সৈয়দ হক

তাম্রলিপি

শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প
আনোয়ারা সৈয়দ হক

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

তাম্রলিপি : ৭৮৯

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
মা প্রিন্টিং প্রেস
১৮/২৩ গোপাল শাহ লেন, ঢাকা

মূল্য : ২৮০.০০

Srestho Kishoregolpo
By : Anwara Syed Haq
First Published : February 2024 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 280.00 $10

ISBN : 978-984-98737-9-2

উৎসর্গ

মঈন আহমেদ

আমার অনুজ প্রিয় মানুষ

ভূমিকা

সত্যি বলতে শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প বলতে কিছু নেই। কারণ যেকোনো লেখক যখন কিশোরদের জন্য লেখেন তিনি মনপ্রাণ ঢেলেই লেখেন, তাই কিশোরদের জন্য লেখা সিরিয়াস লেখকদের সব গল্পই শ্রেষ্ঠতার দাবি করে। তবু সব গল্প তো একসঙ্গে দেওয়া সম্ভব নয়, তাই শ্রেষ্ঠ গল্প!

আমার এই গল্পগুলো বিভিন্ন সময় ধরে শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শিশু ও কিশোরদের মনোজগতেকে নিয়ে লেখার চেষ্টা করা। এবং সেইসাথে খুব গুরুগম্ভীর ও উপদেশমূলক না হয়ে যায় সেদিকেও লক্ষ রাখা। হাসি আনন্দের ভেতর দিয়েই যেন শিশু-কিশোররা আমাদের দেশ, মুক্তিযুদ্ধ, সমাজ ও মানুষদের চিনতে ও বুঝতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বইটি এবারের বইমেলায় শিশুদের জন্য সংকলিত করা হলো।

আনোয়ারা সৈয়দ হক
বইমেলা, ২০২৪

সূচিপত্র

মিনুর বাড়িতে থাকতে ভালো লাগে না	১১
আমি কুকুর ভয় পাই	২০
নাতুমণির বিজয় দিবস উদ্‌যাপন	২৫
নীল আকাশের নিচে	৪০
মায়ের বাড়ি না ফেরা	৪৬
মুক্তিযোদ্ধা নূরুল ইসলাম	৫৫
মোরগের কথা	৬০
আমাদের মা বড়ো ঠান্ডা মানুষ	৬৪
লোকটা কে?	৭১
মছলি ভূত	৭৫
সেই ছেলেটি কোথায়	৮৩
নয়ন মামার বুলিমিয়া	৮৭
বুলুর ফিটের ব্যামো	৯২
বুলুর ফিটের অসুখ ও একুশে ফেব্রুয়ারি	৯৮
ভুলো মামা ও নির্ভুল চাচা	১০৩
ভয়	১০৭
মিশু	১১২
আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না	১১৭
লালির অংক কষা	১২৩

মিনুর বাড়িতে থাকতে ভালো লাগে না

মিনুর বাড়িতে থাকতে ভালো লাগে না!

ভালো লাগে না তো লাগেই না।

অবশ্য ইশকুল খোলা থাকলে তার মন ভালো থাকে।

সে দিব্যি সময় কাটাতে পারে, লেখাপড়া করে বা টিফিন পিরিয়ডে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে।

কিন্তু বন্ধের দিনগুলো মিনুর একেবারে যেন ভালো লাগে না।।

তখন সে বাড়ির বাগানে আপন মনে ঘুরে বেড়ায়। তখন যেটুকু শান্তি।

তবে ভালো না লাগার কারণও আছে।

প্রথম কথা হলো, মিনুদের বাড়িতে মিনুর বড়ো ভাই পাগল।

আর পাগল মানে বেশ ভালোই পাগল। দু-দুবার করে তার ভাইকে পাবনায় নিয়ে গিয়ে মাথায় ইলেকট্রিক শক নাকি কি যেন বলে তাই দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। ওষুধও নিয়মিত খাওয়াতে হয়। তারপর থেকে ভাইটা একটু শান্ত হয়েছে বটে, তবে কখন যে কি হয় বলা মুশকিল।

যেমন গতকাল হয়েছিল।

সবচেয়ে আশ্চর্য কথা তার ভাই হঠাৎ হঠাৎ আবার ভালোও হয়ে যায়!

আর সেটা কবে বা কখন কেউ বলতে পারে না।

আবার শুধু ওষুধের ওপরে মিনুর মা বিশ্বাস করেন না। তিনি নানারকম এবং নানা বয়সের পির-ফকিরের কাছ থেকেও মাদুলি, তাবিজ ও পানিপড়া এনে এনে ভাইয়ার চিকিৎসা করেন।

এখন মিনুর বড়ো ভাইয়ার গলায় তাবিজ, হাতের বাজুতে মাদুলি, মাথার চুলে মাদুলি ঝোলে।

আগে ভাইয়া এইসব ননসেন্স, রাবিশ বলে ছুড়ে ফেলে দিত। এখন আর ফেলে দেয় না।

আর ফেলে দিয়ে করবেইবা কি।

সে ঘুমিয়ে গেলে মিনুর মা আবার তার চুলে গলায় হাতে তাবিজ মাদুলি পরিয়ে দেবেন!

তাই বড়ো ভাইয়া সজল মাঝে মাঝে মিনুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, বুঝলিরে মিনু, আমি ফেড আপ! মা কে বলে বোঝাতে পারিনে যে আমি পাগল না! আমি বরং আর দশজনের চেয়ে অনেক ভালো, অনেক বুদ্ধিমান, অনেক ইমাজেনেটিভ, অনেক ক্রিয়েটিভ। কিন্তু আমার পাগল মা-কে এইসব বোঝাবে কে বল? তার ধারণায় যারা শুধু পরীক্ষায় পাশ করে তারাই এ পৃথিবীতে সুস্থ। আর কেউ সুস্থ নয়।

আবার মিনুর মেজো ভাই মিনহাজ বলে, বুঝলিরে মিনু, বড়ো ভাইয়ের মাথা খারাপ হয়েছে শুধু পরীক্ষায় কম্পিটিশন করে। অন্য কাউকে সে ফার্স্ট হতে দেবে না, সব ফার্স্ট নিজেই হতে চেয়েছিল বলে। আমাকে দেখ, আমি কোনোদিন কোথাও ফার্স্ট হতে চাইনি। শুধু ভালোভাবে পাশ করতে চেয়েছি। দেখ আমার মাথা কত সুস্থ!

মিনুর ছোটো ভাই পরাগ বলে, আসলে বড়ো ভাইয়ের মাথা খারাপ হয়েছে কেন জানিস মিনু?

সে কোনোদিন খেলাধুলা করেনি বলে! আমি ছোটো হয়েও কতদিন তাকে বলেছি, ভাইয়া, চলো মাঠে গিয়ে একটু বল খেলে আসি।

কিন্তু উঁহু, ভাইয়া আমার কথায় কোনোদিন পাত্তা দেয়নি। শুধু বলেছে, যা ভাগ।

তো দেখ, এখন তার কি অবস্থা!

মিনুর এক খালু, যিনি বহুদিন ধরে মিনুদের বাড়িতে থাকেন, তার ছেলেমেয়েরা ঢাকায় থাকলেও তাদের কাছে যান না, মিনুদের সঙ্গে যশোরে থাকতেই ভালোবাসেন; তিনি বলেন, মানুষের মাথা খারাপ কেন হয় কেউ জানে না। তবে জিন-পরির আসর হলে মাথা খারাপ হয়।

মিনু মন খারাপ করে বলে, কোথায় থাকে এইসব জিন-পরি, খালু?

খালুও জানেন না কোথায় থাকে জিন-পরি। তবু হার না মেনে বলেন, এই তারা থাকে এখানে-ওখানে।

এই ধর, কোনো গাছের মাথায় বা কোনো জলার ধারে। আবার তারা কালভার্টের নিচেও থাকতে পারে। কোনো কোনো সময় তারা নানা-রকমের বেশ ধরেও মানুষের কাছে আসে। দেখতে চেহারায় মানুষ, আসলে জিন!

খালুর কথা শুনে ভয়ে মিনুর হাত পা সিঁটিয়ে আসে।

২.

মিনুর বাবা মোটামুটি বড়োলোক। বাবার অনেক রকমের ব্যাবসা আছে। সেইসব ব্যাবসার লোকজন প্রায় রোজই মিনুদের বাড়িতে আসে। তবে যারাই মিনুদের বাড়িতে আসুক না কেন, চেনা বা অচেনা, মিষ্টিমুখ না করে মিনুদের বাড়ি ছাড়ে না। বাড়িতে যদি কোনোদিন মিষ্টি না থাকে, তাহলে মিনুর মা গুড়ের মোয়া দিয়ে মানুষদের চা খেতে দেন।

অথবা কিছু না হলে এক খুচি মুড়ির ভেতরে একটা চৌকো নলেন গুড়ের পাটালি ছেড়ে দিয়ে বলেন, এইটুকুন খেয়ে নিয়ে চা খেয়ে যাও দিনি।

আর বাড়িতে আছে আরও অনেক আত্মীয়স্বজন। কেউ তার মায়ের দিকের আত্মীয়, কেউ তার বাবার দিকের। তারা কেউ লেখাপড়া করে, কেউ চাকরি করে, কেউ শুধু ঘুরেফিরে বেড়ায়! মিনুর মা বলেন, তারা নাকি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ায়!

কিন্তু মিনুদের বাড়ির কাছে কোনো জঙ্গল নেই। আর মোষ বা গরু মিনু তাদের বাড়ির আশেপাশে চোখেও দেখেনি।

বাড়িতে বিশাল একটা অ্যালুমিনিয়াম ডেকে মানে বড়ো একটা হাঁড়িতে রোজ সকালে খিচুড়ি রান্না হয়। খিচুড়ি আর বেগুন ভাজা দিয়ে সকলে সকালবেলা নাশতা করে। তারপর যার যার কাজে সে সে বেরিয়ে যায়।

বাড়িতে অনেক কাজের লোকজন। তারপরও অনেক সময় কাজের মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না।

মিনু শোনে তার মা মাঝে মাঝে তার বাবার কাছে অনুযোগ করেন। মা বলেন, শোনেন সজলের আব্বা, ঢাকা শহরে মানুষজন আজকাল সকলে আলাদা আলাদা ঘরে বাস করে। ভাইবোনেরাও সকলে আলাদা। আত্মীয়স্বজনেরা কেউ কারো বাড়ি দিনের পর দিন গিয়ে বসে থাকে না। আর আমাদের বাড়িতে এত মানুষজন। এত মানুষজন দেখেই তো আমার ছেলে পাগল হয়ে গেছে!

আর মিনুর বাবা মিনুর মায়ের কথা শুনে হা হা করে হাসেন আর বলেন, তুমিও বুঝি ঢাকায় গিয়ে থাকতে চাও? একা? একা? তাহলে তোমার পাগল ছেলেকে সামলাবে কে? সে তো মাঝে মাঝেই শিকল খুলে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। তখন তাকে রাস্তা থেকে, নদীর ঘাট থেকে, জঙ্গল থেকে ধরে বেঁধে নিয়ে আসে কারা? এইসব আমাদের আত্মীয়স্বজনেরাই তো।

তারপর বলেন, আর মানুষ দেখে তোমার ছেলে পাগল হয়েছে? যত সব বোগাস কথা। তোমার বংশে পাগলামি আছে বলেই তো আমার ছেলে পাগল হয়েছে। তোমার চাচাতো ভাইটা তো এখনো পাবনার হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আছে। ঠিক না?

আর বাবার কথা শুনে মা মনে মনে রেগে আগুন হন। কিন্তু কিছু বলেন না। কারণ মিনু জানে বাবার কথা সত্যি।

বাবা তারপর বলেন, ঢাকা শহরে মানুষ থাকে? দেখলে না করোনার সময়ে নিজের মাকে তারা জঙ্গলে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল?

কিছুদিন বাদে মিনু শুনল বাবা মাকে বলছেন, শোনো, এখন দেখছ, তোমার সংসারভর্তি মানুষ, একসময় দেখবে কেউই নেই! সব ফক্কিকার। শুধু তুমি আর আমি। তখন একজন আত্মীয় বাড়িতে এলে তুমিই তাকে আর ছাড়তে চাইবে না!

বাবার এসব কথা মিনু একবারে বুঝতে পারে না।

তবে তার বুঝেইবা দরকার কি?

সে আপন মনে খেলতে বেরিয়ে যায়।

৩.

আজ মিনুর বিশেষ করে মন খারাপ। আজ স্কুলে সে পড়া বলতে পারেনি। অঙ্কও ঠিকমতো কষতে পারেনি। ক্লাস টিচার মরিয়ম আপা রাগ করে বলেছেন, যখন ক্লাসে পড়াই, তখন তোমার মনটা কোথায় থাকে মিনু? পড়া বলতে পারো না কেন?

সে কথা শুনে মিনুর মনে মনে খুব লজ্জা হয়েছে। আবার রাগও হয়েছে।

কিন্তু মিনু মুখ ফুটে বলতে পারেনি যে গতকাল বিকেল থেকে তার বড়ো ভাই শুধু চিৎকার আর চ্যাঁচামেচি করেছে। তাকে একটা ঘরে আটকে রাখা হয়েছে। আর হাত দিয়ে সে দরজায় শুধু কিল-ঘুঁসি মারছে। বাইরে বেরোতে চায়।

তার আগে মিনুর মেজো ভাই রনিকে এক ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছে।

বাড়িতে যতসব আত্মীয়স্বজন সকলে ভয় পেয়ে গেছে।

এইসব দেখে মিনুর কি আর পড়তে মন চায়?

এমনিতে মিনু তার বড়ো ভাইয়ের কাছে সহজে ঘেঁষতে চায় না। সে মেজো ভাইয়ের কাছে অঙ্কে শিখতে যায়। মেজো ভাই তাকে অঙ্ক বুঝিয়ে

দেয়। আবার কখনো পড়া বলতে না পারলে রাগ করে না। আবার পড়ে আসতে বলে।

মিনুর ছোটো ভাই পলাশ আবার খেলা পাগল। রাতদিন সে হাতে ফুটবল নিয়ে লাফালাফি করতে থাকে। এজন্য মায়ের কাছে কত যে বকা খায়।

বড়ো ভাই সজলের অবস্থা দেখে মিনুর ফুপা, যিনি একজন রিটায়ার্ড মানুষ, মানে চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত, কিন্তু ফুপু মারা গেছেন বলে মিনুদের বাড়িতে থাকেন। তার কারণ মিনুর বাবা তাকে খুব ভালোবাসেন। তিনি ফুপাকে বলেন, আমার বোন নেই তো কি, তুমি তো আছে। তোমাকে দেখেই আমি আমার বোনের শোক ভুলে থাকি!

সেই ফুপা গতকাল সকালেই বড়ো ভাই সজলের খ্যাপামি দেখে বাড়ি ছেড়ে তার নিজের বোনের বাসায় চলে গেছেন।

আর মিনুর ছোটো মামা, যে ছেলেবেলা থেকেই মিনুদের বাড়িতে থাকে, কলেজে পড়ে, আর যাকে মিনুর মা কিচ্ছু বলেন না, বরং মিনু দেখেছে মা মাঝে মাঝে বাড়ির ভালো খাবারটা নিজের ভাইয়ের জন্য চুরি করে মিটসেফের একেবারে নিচের তাকে লুকিয়ে রাখেন, কখনোবা ফ্রিজের একেবারে নিচের তাকে যতদূর সম্ভব পেছনের দিকে রেখে দেন যেন সহজে মানুষ খুঁজে না পায়, সেই মামা মিনুর বড়ো ভাইয়ের পাগলামি দেখে, 'আমি বাগেরহাটি বন্ধুর বাড়ি যাতিছি, ফিরতি এট্টু দেরি হবেনে' বলে কোনোরকমে খিচুড়ি ভাত খেয়েই আজ সকালে বন্ধুর বাড়ি দৌড় মেরেছেন।

অথচ মিনু নিজের চোখে দেখেছে মা তাকে খিচুড়ির সাথে ইয়া বড়ো একটা হাঁসের ডিম ঝালপিঁয়াজ দিয়ে সুন্দর করে ভেজে মামার খিচুড়ি ভাতের ভেতরে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলেন! আর মামাও তেমনি ভাতে হাত দিয়েই বুঝে গিয়েছিলেন যে ব্যাপারটা কি! কারণ বাড়ির সকলে বেগুন ভাজা দিয়ে খিচুড়ি খাচ্ছে, আর তিনি বেগুন ভাজা প্লাস ডিম ভাজা!

চাট্টিখানি কথা নয়! কেউ টের পেয়ে গেলেই তো হইচই বাঁধবে। সকলেই তখন ডিমভাজা খেতে চাইবে!

কিন্তু কেউ টের পায়নি ব্যাপারটা, একমাত্র মিনু ছাড়া।

তার মা যে নিজের ছোটো ভাইটিকে কত ভালোবাসেন, সেটা কি আর মিনু জানে না? খুব জানে।

এতসব দেখে মিনুর মেজাজ মাঝে মাঝে খারাপ হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে বাড়িতে অশান্তি হলে বাড়িতে কেউ থাকতে চায় না। আর কেনইবা

চাইবে? কোনো বাড়িতে কোনো মাথা খারাপ ছেলে থাকলে কেউ কি সেখানে থাকতে চায়?

শুধু মিনুদের কোনো বিকল্প নেই বলেই তো তারা এই বাড়িতে থাকে।

আর এজন্যেই তো মিনুর গতকাল কোনো পড়াশোনা হয়নি। অঙ্কে কষা হয়নি।

কিন্তু তাতে করে তো ক্লাস টিচারকে সন্তুষ্ট রাখা যাবে না।

সে বাড়িতে ফিরে এসে মায়ের কাছে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, আজ অঙ্কে করতে পারিনি বলে ক্লাসে বকা খেয়েছি।

আর মিনুর কথা শুনে মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন রে, অঙ্কে পারিসনি কেন?

উত্তরে মিনু বলেছিল, পারব কি করে বলো? গতকাল বিকাল থেকেই ভাইয়া চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিলো না? রান্নাঘরে ঢুকে হাঁড়ি-পাতিল সব ছুড়ে ফেলল না? তখন কি আর অঙ্ক কষতে মন চায়?

শুনে মা রাগ করে বলেছিলেন, কেন, পাগলদের বাড়ির মানুষজন বুঝি আর লেখাপড়া শিখে বড়ো হয় না? এটাও তো একটা অসুখ। কাল তোর আব্বা ভালো একজন ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে এসেছেন। আজ সকাল থেকে খাওয়াচ্ছি। দেখি কি হয়। ডাক্তারা তো বলেন এটা মানুষের শরীরের অসুখের মতো একটা অসুখ।

কিন্তু মায়ের কথা শুনে মিনুর মন থেকে সন্দেহ যায় না।

৪.

আজ মিনুর স্কুল বন্ধ। সে ঘুম থেকে উঠে নাশতা সেরে বাড়ির বাইরে বাগানে গিয়ে ঘুরতে লাগল।

মিনুর দুঃখ যে তার কোনো ছোটো বোন নেই। থাকলে তারা দুজনে মিলে পুতুল খেলতে পারতে, এক্কাদোক্কা খেলতে পারত। স্কিপিং রোপ খেলতে পারত। তার ওপরে সব কজন হচ্ছে ভাই।

এ নিয়ে মাকে একদিন নালিশ দিয়েছিল মিনু। বলেছিল, আমার আর কোনো বোন নেই কেন আম্মু? আমি কাকে নিয়ে খেলব?

মিনুর কথা শুনে মা গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, তা বটেই তো। তারপর সেই বোনটারও যদি মাথা খারাপ হতো, তুই কি তাকে সারাজীবন দেখে রাখতিস?